২৬ মার্চ ২০০৮ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে

মাদকমুক্ত সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া মাদকদ্রব্য গ্রহণে
মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি

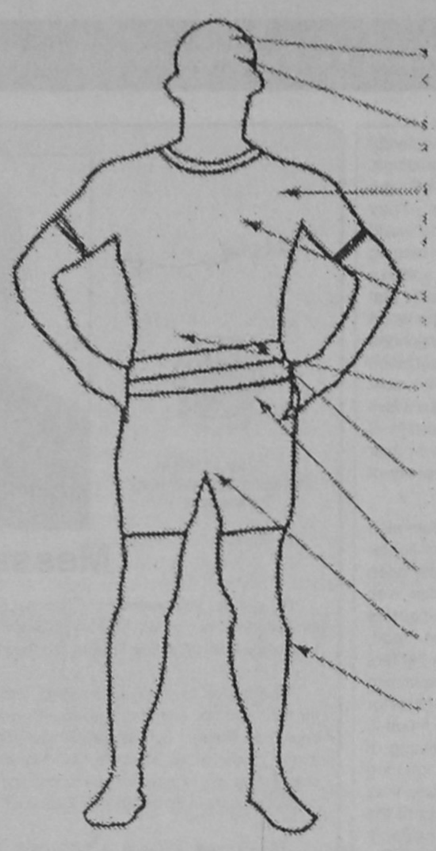

মাদক হতে দূরে থাকুন, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ুন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

DFP-49-25-3-08
G-14

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

মহাখালী, ঢাকা-১২১২

০১. যদি সুস্থ্য থাকতে চান, আয়োডিনযুক্ত লবন খান

০২. শিশু জন্মের ৬ সপ্তাহের মধ্যে মা'কে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে

০৩. ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার এমনকি পানিও দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ মায়ের বুকের দুধে শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী সকল পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে

০৪. উন্নত পুষ্টি মানেই দামী খাবার নয়, কম খরচেও সুষম খাদ্য খাওয়া সম্ভব হয়

০৫. শাক্-সবজির অপর নাম ভিটামিন। তাই আপনার শিশুকে শাক্-সবজি খাওয়ান

০৬. শাক্-সবজি কাটার আগেই ধুয়ে নিতে হবে। তরকারী কুটে পানিতে ভিজিয়ে রাখা উচিত নয়, তাতে পুষ্টিমানের অপচয় হয়

০৭. শাল দুধ শিশুর জীবনে প্রথম টিকা

০৮. ছয় মাস পূর্ণ হবার পর থেকে শিশুকে মায়ের দুধের সাথে পারিবারিক খাবার দিন।

ডিএফপি-৫৪-২৫/৩/০৮
জি-১৫

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে দেশের সূর্যসন্তান বীর শহীদদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়াই

আমাদের তথ্য সেবার লক্ষ্য

এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সঙ্গে আপনিও অংশীদার হোন–

গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করুন অধিক ফলন ঘরে তুলুন

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা

- গুটি ইউরিয়া সাধারণ ইউরিয়ার মতো তিনবারে না দিয়ে একবারে দিলেও চলে
- এতে কম খরচ, বেশি ফলন, বেশি লাভ
- বিঘাপ্রতি ২০৪ কেজি পর্যন্ত ফলন বেশি হয়
- ৩৫% ইউরিয়া সার কম লাগে
- বারবার ইউরিয়া প্রয়োগের ঝামেলা নেই
- বারবার ইউরিয়া প্রয়োগের ঝামেলা নেই
- মাটিতে উপকারী অনুজীবের কার্যকারিতা বাড়ে
- ভরা মৌসুমে সার সঙ্কটের দুশ্চিন্তা থাকে না

গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ পদ্ধতি

- আউশ ও আমনের জমিতে প্রতি চার গুছির মাঝে ২টি করে গুটি এবং বোরো ধানের জমিতে ৩টি করে গুটি অথবা ১টি মেগাগুটি কাদার ৩-৪ ইঞ্চি নিচে পুঁতে দিতে হবে।
- জমিতে কাদা বা পানি থাকা অবস্থায় গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা উচিত।
- বিঘাপ্রতি আউশ ও আমনে ১৫ কেজি এবং বোরো ধানে ২২ কেজি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ হয়।
- গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের পর জমিতে প্রয়োজনীয় পানি রাখতে হবে যাতে জমির মাটি শুকিয়ে ফেটে না যায়।

কৃষি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে–

মাসিক কৃষিকথা পড়ুন। কৃষিকথা'র গ্রাহক হোন। গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ডাক খরচসহ মাত্র ৪০.০০ টাকা। গ্রাহক হবার ঠিকানা : পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। কৃষিকথায় কৃষি বিষয়ক মানসম্মত লেখা দিন।

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় অনুষ্ঠান 'দেশ আমার মাটি আমার' প্রতিদিন সন্ধ্যে ৭-০৫ মিনিটে শুনুন। এ ছাড়া প্রতিদিন সকাল, বিকেল ও সন্ধ্যায় প্রচারিত আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত শুনুন এবং কৃষির আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দিন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের কৃষিবিষয়ক জাতীয় অনুষ্ঠান 'মাটি ও মানুষ' প্রতি বুধবার সন্ধ্যে ৭টায় ও রোববার সন্ধ্যে ৭-০৫ মিনিটে এবং প্রতি শনি ও মঙ্গলবার দুপুর ১-৩০ মিনিটে দেখুন। এ ছাড়া প্রতি সোমবার রাত ৮-৩৫ মিনিটে কৃষিবিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান 'কৃষি দিবানিশি' দেখুন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস - এর ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র ইউনিটের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় প্রচারিত কৃষি বিষয়ক প্রমাণ্য নিজে দেখুন, অন্যকে দেখতে উৎসাহিত করুন। বিনোদনের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি গ্রহন করুন

কৃষি তথ্য সার্ভিস
কৃষি মন্ত্রণালয়

DFP-50-25-3-08
G-10

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কৃষক ভাইদের জন্য সুখবর

মাটি পরীক্ষা করে সার দিন

মাটি বাঁচলে কৃষক বাঁচবে, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে

মাটি পরীক্ষা কেন করাবেন ?
মাটি পরীক্ষা করালে-

- মাটিতে উপস্থিত পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ জানা যায়।
- মাটিতে কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব আছে তা জানা যায়।
- মাটিতে কি পরিমাণ জৈব পদার্থ আছে তা জানা যায়।
- মাটি পরীক্ষা করে সার প্রয়োগ করলে সারের সাশ্রয় হয় এবং উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়
- মাটির উর্বরতা পরিমাপ করা যায়।
- মাটির অম্লত্ব/ক্ষারত্ব এবং লবণাক্ততার পরিমান জানা যায়।
- মাটিতে কোন পুষ্টি উপাদান এবং কি পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে তা জানা যায়।
- মাটিতে কোন সার এবং কি পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে তা জানা যায়।
- মাটিতে উপস্থিত ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ জানা যায়।
- অধিক অম্ল মাটিতে ডলোচুন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণ জানা যায়।
- মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়।
- সর্বোপরি ফসলের চাহিদা ও মাটির উর্বরতা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা যায়।

সুষম সার কেন ব্যবহার করবেন ?
সুষম সার ব্যবহারে-

- মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে।
- মাটির উর্বরতা বাড়ে।
- মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে।
- ফসলের অপুষ্টি দূর হয়।
- কৃষি পরিবেশ ভাল থাকে।
- সারের অপচয় কম হয়।
- ফসলের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- ফসলের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও সারের অপচয় রোধে করণীয়

১। মাটি পরীক্ষা করে ফসলের চাহিদামত সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে।
২। উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।
৩। গুটি ইউরিয়া প্রয়োগে নাইট্রোজেনের অপচয় বহুলাংশে হ্রাস পায়।
৪। ফসল বিন্যাসে সীম জাতীয় ফসল অন্তর্ভূক্ত হলে প্রতি শতাংশে ৭০-৮৫ গ্রাম ইউরিয়া সার কম ব্যবহার করতে হবে।
৫। দস্তা সার ধান-ধান ফসল বিন্যাসে প্রথম ধান ফসলে পূর্ণ মাত্রায় এবং ২য় ও ৩য় ধান ফসলে সুপারিশকৃত সারের ৫০% প্রয়োগ করতে হবে।
৬। ধান ফসলে পূর্ণমাত্রায় - সালফার সার প্রয়োগ করতে হবে।
৭। আলু, তামাক, আখ, শাকসব্জি এবং মসলা জাতীয় ফসলে পূর্ণমাত্রায় পটাশ জাতীয় সার প্রয়োগ করা হলে পরবর্তী ফসলের ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের সুপারিশকৃত মাত্রা থেকে ২৫% সার কম প্রয়োগ করতে হবে।
৮। ডাল জাতীয় ফসলে জীবানু সার ব্যবহার করা হলে ইউরিয়া সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।
৯। রবি ফসলে সেচের সুবিধা থাকলে ইউরিয়া সার ২/৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।
১০। দস্তা ও ফসফরাস সার একত্রে প্রয়োগ করা উচিত না। বোরণ সারা বছরে একবার প্রয়োগ করতে হবে।
১১। ফসল বিন্যাসে প্রথম ফসলে পূর্ণমাত্রায় ফসফরাস জাতীয় সার প্রয়োগ করা হলে পরবর্তী ধান ও পাট ফসলের ক্ষেত্রে মৃদু অম্ল থেকে মৃদু ক্ষারীয় মাটির জন্য চাহিদার ৫০% এবং অধিক অম্ল ও চুনযুক্ত মাটির জন্য চাহিদার ৭০% ফসফরাস সার প্রয়োগ করতে হবে।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা

কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, এসআরডিআই, মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫, ফোন-০২-৯১১০৫০৭,৯১২৩০০৪; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫, ফোন-০২-৯১১২৮০ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, দৌলতপুর, খুলনা, ফোন-০৪১-৭৭৪৩০২ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, শ্যামপুর, রাজশাহী, ফোন-০৭২১-৭৫০৮৭৫ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, শাসনগাছা, কুমিল্লা, ফোন-০৮১-৭৬৭৯১ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, মৃত্তিকা ভবন, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ, ফোন-০৯১-৫২১০৮ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, পূর্ব গংগাবর্দী, ফরিদপুর-৭৮০০ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, কাশীপুর, গণপাড়া, বরিশাল, ফোন-০৪৩১-৬১৩২০ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, ছিলিমপুর, বগুড়া, ফোন-০৫১-৬৫৬৮৪ ;আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, পিরিজপুর, সিলেট-৩১০০ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, চন্দ্রা, জামালপুর, ফোন-০৯৮১-৬৩৬২৯ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, গাবুয়া, নোয়াখালী-৩৮০০,ফোন-০৩২১-৬১৪২৯ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম-৪১০০ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, (বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্স), কালীশঙ্করপুর, কুষ্টিয়া, ফোন-০৭১-৬২০৫৭ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, মুরারিদহ, ঝিনাইদহ ; আঞ্চলিক গবেষণাগার, এসআরডিআই, নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০।

মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও কৃষক সেবা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ণ ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
কৃষি মন্ত্রণালয়, মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। ফোন: ৯১৩২৮৯৯, ৯১১৩৩৬৩।

DFP-52-25-3-08
G-11